আমাদের সময়

তারিখ 07 JAN 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ... ...২...

নিজামীর ফাঁসি বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মহান মুক্তিযুদ্ধকালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা বাস্তবায়নকারী আলবদর বাহিনীপ্রধান মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন সর্বোচ্চ আদালত। ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর আমির নিজামীর করা আপিল আংশিক মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এ রায় দেন। এ রায়ের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধানকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিলেন সর্বোচ্চ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগ বেঞ্চ গতকাল বুধবার মাত্র এক মিনিটে এ রায় ঘোষণা করেন। বেঞ্চের অন্য তিন সদস্য হলেন– বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় হত্যা, ধর্ষণ এবং বুদ্ধিজীবী গণহত্যার দায়ে ২০১৪ সালের ২৯ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিজামীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিলেন। যে আট অভিযোগে ট্রাইব্যুনাল নিজামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, তার মধ্যে ১, ৩ ও ৪ নম্বর অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দিয়েছেন আপিল বিভাগ। অন্যদিকে ২, ৬ ও ১৬ নম্বর অভিযোগ– পাবনার বাউশগাড়ি, ডেমরা ও রূপসী গ্রামের প্রায় ৪৫০ জনকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা ও ৩০-৪০ নারীকে ধর্ষণ; পাবনার ধুলাউড়ি গ্রামে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৫২ জনকে হত্যা এবং পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী গণহত্যার দায়ে নিজামীর ফাঁসির দণ্ড বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। এছাড়া আটক, নির্যাতন, হত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও সংঘটনে সহযোগিতার দায়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

২, ৬, ১৬ নম্বর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড

পাবনার বাউশগাড়ি, ডেমরা ও রূপসী গ্রামের প্রায় সাড়ে ৪০০ মানুষ পাকিস্তানি সেনা দ্বারা হত্যা, ৩০-৪০ জন নারীকে ধর্ষণ, ধুলাউরি গ্রামে ৫২ জনকে হত্যা ও বুদ্ধিজীবী গণহত্যা

৭ ও ৮ নম্বর অভিযোগে যাবজ্জীবন

নিরীহ মানুষকে আটক, নির্যাতন, হত্যা মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও সংঘটনে সহযোগিতা

নিজামীর ফাঁসি বহাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ৭ ও ৮ নম্বর অভিযোগে তাকে দেওয়া ট্রাইব্যুনালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রাখা হয়। এটি ছিল মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের ষষ্ঠ রায়। এর আগে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, দুই সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আবদুল কাদের মোল্লা এবং বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর আপিল মামলায় রায় ঘোষণা করেন আপিল বিভাগ। তাদের মধ্যে সাঈদী ছাড়া সবার মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন আদালত। এছাড়া শুনানি চলার মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধকালীন জামায়াতের আমির গোলাম আযম ও বিএনপির সাবেক মন্ত্রী আবদুল আলীমের মৃত্যু হওয়ায় তাদের আপিল নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

এদিকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের পার্ট-২-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রশান্ত কুমার বণিক জানান, গতকাল রাতে নিজামীকে মৃত্যুদণ্ড বহালের খবর জানানো হয়। কিন্তু এতে তিনি বিচলিত হননি। নিয়মিত খাবার খেয়েছেন। নিজামীকে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের পার্ট-২-এ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সেলে রাখা হয়েছে।

৭২ বছর বয়সী নিজামী বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। তার আগে ২০০১-০৩ সময়ে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী। এর আগে চট্টগ্রামের চাঞ্চল্যকর ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায়ও তার মৃত্যুদণ্ডে হয়।

এদিকে, নিজামীর আপিল শুনানিতে যুক্তি উপস্থাপনের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেছিলেন, প্রথমবারের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোনো আসামির অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে শুধু মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করা হয়েছে। আর সেই আসামি হলেন স্বয়ং জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী। তার আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ওই আবেদন করেছেন। তবে নিজামীর আপিল শুনানিতে দোষ স্বীকার করার বিষয়ে তার আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, সরাসরি দোষ স্বীকার করার প্রশ্নই আসে না।

২০১০ সালের ২৯ জুন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের একটি মামলায় মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেপ্তার করার পর একই বছরের ২ আগস্ট তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এরপর ২০১৩ সালের ২৮ মে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে জামায়াত আমিরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক খানসহ প্রসিকিউশনের পক্ষে মোট ২৬ জন এ মামলায় সাক্ষ্য দেন। নিজামীর পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেন তার ছেলে মো. নাজিবুর রহমানসহ মোট চারজন। বিচার শেষে গত বছর ২৯ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল যে রায় দেন তাতে প্রসিকিউশনের আনা ১৬ অভিযোগের মধ্যে আটটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এই আট অভিযোগের মধ্যে ২, ৪, ৬ ও ১৬ নম্বর ঘটনায় নিজামীর ফাঁসির রায় হয়। আর অপরাধে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হওয়ায় ১, ৩, ৭ ও ৮ নম্বর অভিযোগে তাকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বাকি আট অভিযোগ প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে না পারায় এসব অভিযোগ থেকে নিজামীকে খালাস দেন ট্রাইব্যুনাল।